গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু (৪৮) ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রবিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে (সোমবার ভোরে) রাজধানীর পান্থপথে অবস্থিত বিআরবি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী রেখে গেছেন।

ইনসারুল হক ইন্সু গাংনী পৌর শহরের বিশ্বাসপাড়া এলাকার প্রয়াত আব্দুল করিম মালিথার ছেলে।

জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইনসারুল হক ইন্সু খাদ্যনালীর জটিলতায় ভুগছিলেন। তার খাদ্যনালী শুকিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তিনি কিছুই খেতে পারতেন না। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি ঢাকার বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রেসার ক্রমাগত নিম্ন থাকায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইনসারুল হক ইন্সুর ভাই, বিএনপি নেতা ইনামুল হক জানান, আজ সোমবার

বিকেল ৩টায় গাংনী হাইস্কুল মাঠে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে গাংনী কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ৩৯ কোটি ২৫ লাখ ২৭ হাজার ৮১২ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেটে রাজস্ব খাত থেকে আয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৪৭ লাখ ৭৬ হাজার ২’শ ৪০ টাকা। উন্নয়ন খাত থেকে আয় ধরা হয়েছে ৩৫ কোটি ৭৭ লাখ ৭১ হাজার ৫’শ৭২ টাকা। গত অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বেশি আয় ও ব্যয় ধরা হয়েছে এই বাজেটে।

গতকাল রবিবার সকালে পৌরসভা কার্যালয়ে উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা শেষে এই বাজেট ঘোষণা করেন পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন। বজেট আলোচনা সভায় প্রধান আতিথি হিসেবে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা বক্তব্য দেন।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, প্যানেল মেয়র সিদ্দিকুর রহমান, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (অঃ দাঃ) রাশেদ আলী খান, পৌর আ‘লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাফেদুল হক সুমন, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুসাইন প্রমূখ।

পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর এটিই সবচেয়ে বড় অংকের বাজেট হওয়ায় বক্তারা এর সফল বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করে বাস্তবায়নের জন্য মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহব্বান জানান।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতার অবসান

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড কালাচাঁদপুরের জেয়ালা বিলে জলাবদ্ধতায় ডুবে থাকা ৯০০ বিঘা জমির পানি খাল খননের মাধম্যে অপসারণ করে আবাদের উপযোগী করে দিলেন পৌর মেয়র।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও কালাচাঁদ পুরের গ্রাম বাসিরা উপস্থিত থেক জেয়ালা বিলের পানি অপসারণ করেন।

এ সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুরের কোন আবাদি জমি পড়ে থাকবে না। মেহেরপুর পৌরসভরা ৪ নম্বর ওয়ার্ড কালাচাঁদপুর জেয়ালা বিলের পানি অপসারণ করা হলো যাতে জলাবদ্ধতায় ডুবে থাকা অনাবাদি জমি আবাদের উপযোগী হয়।

এছাড়াও তিনি বলেন কিছু দিনের ভিতরেই এই বিলের সাথে একটি রাস্তা করে দিবো যাতে করে কৃষকরা মনের আনন্দে ক্ষেত নিয়ে বাড়ি যেতে পারে ও যে পুল গুলো আছে তাতে লাইটিং এর ব্যবস্থাও করে দিবো

স্থানীয় নাসির উদ্দিন জানান, দীর্ঘ ৩০ বছর পর আজ কালাচাঁদপুরের মানুষ যেন নতুন করে তাদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে পেয়েছে, এ যেন এক অন্য রকম আনন্দ। এই অবদান একমাত্র মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের।

নাম বলতে অনিচ্ছুক আরও এক কৃষক জানান। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কিছু অসাধু মানুষ এই বিলটি জব্দ করে মছ চাষ করে আসছিলো। আজ গ্রামের বাসিদের চেষ্টায় ও পৌর মেয়রের উদ্যোগ এই অসাধ্য কাজ টি সাধ্য করেছে। তাই মেয়রের কাছে কালাচাঁদপুরের গ্রাম বাসিরা কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, ৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাকিল রাব্বি ইভান, কালাচাঁদপুর জামে মসজিদের ইমাম হাজী মোহাম্মদ আইয়ুব আলী প্রমুখ।